পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

Palli Daridro Bimochon Foundation (PDBF)

Foundation for the alleviation of Rural Poverty.
(Established by an Act of Bangladesh Parliament)

নিউজলেটার

সংখ্যা- ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৩

সূচিপত্র ঃ

- ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বক্তব্য
- পিডিবিএফ-এর নতুন চেয়ারপারসন
- পিডিবিএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক
- পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স এ যাঁরা রয়েছেন
- পিডিবিএফ-এর বিগত ৫ বছরের অগ্রগতি
- বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন
- সদস্যদের সফলতার কাহিনী
- ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণে কৃতিত্ব অর্জনকারী
- মেধাবী মুখ (পিইসি, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি)
- অবসরে গেলেন যাঁরা এবং যাঁদের আমরা হারালাম।

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বক্তব্য

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের (পিডিবিএফ) বোর্ড অব গভর্নর্সের সম্মানিত সকল সদস্য, সর্বস্তরের সহকর্মীবৃন্দ, পিডিবিএফ-এর সকল সুফলভোগী এবং শুভাকাঙ্খীদের জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সংশ্লিষ্ট সকলের ঐকান্তিক নিষ্ঠা, সততা, শৃঙ্খলা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে পিডিবিএফ আজ একটি মজবুত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিগত ৯ জুলাই, ২০০০ সালে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন এবং পরবর্তীতে ৯ জুলাই, ২০১১ সালে পিডিবিএফ-এর "এগিয়ে চলার একযুগ" অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন করেন। বিগত ৯ জুলাই, ২০১২ সালে পিডিবিএফ-এর ১৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও সেবা মাসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি। তিনি উক্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেবা মাস ও স্বাস্থ্য সেবা উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন ১৯৯৯ সালের ০৭ নভেম্বর জাতীয় সংসদে গৃহীত একটি আইনের মাধ্যমে সংবিধিবদ্ধ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে পিডিবিএফ গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্য বিমোচনের মহান ব্রত নিয়ে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নারী পুরুষের সমতা বিধান এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এছাড়াও পিডিবিএফ সৌরশক্তি কার্যক্রম সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে আসছে। বর্তমান সরকারের ভিশন, ২০২১ অনুযায়ী ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার অংশীদার হিসেবে দরিদ্র মানুষের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পিডিবিএফ অঙ্গীকারাবদ্ধ।

পিডিবিএফ ক্ষুদ্র ঋণের মানবিকীকরণ ও অধিকতর বহুমুখীকরণের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন কর্মসূচির সমন্বয় অব্যাহত রেখেছে। দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে একটি প্রতিশ্রুতিশীল ক্রমবর্ধমান স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিডিবিএফ নিজস্ব কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি নিজস্ব ও সরকারী অর্থায়নে বেশ কয়েকটি প্রকল্প পরিচালনা করে আসছে ঃ

প্রকল্প- ১ ঃ পিডিবিএফ সৌরশক্তি প্রকল্প (PDBF Solar Energy Project)

প্রকল্প- ২ ঃ দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প (Extention of Palli Daridro Bimochon Foundation Activities for Poverty Alleviation & Self Employment)

প্রকল্প- ৩ ঃ বাংলাদেশের জলবায়ু দুর্গত এলাকায় সৌরশক্তি উন্নয়ন প্রকল্প (Solar Energy Development in the Climate Vulnerable Areas of Bangladesh)

প্রকল্প- ৪ ঃ ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রে সোলার সিস্টেম প্রতিস্থাপন প্রকল্প (Installation of Solar Systems at Union Information & Service Centre)

প্রকল্প- ৫ ঃ দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় সোলার এর মাধ্যমে বি-লবণীকরণ প্রকল্প (Supplying of Safe Drinking Water by Solar De-salination/Purification Panel to the Climate Vulnerable Areas of Bangladesh)

এছাড়া সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিপণন ও বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে "পল্লী রঙ" নামে প্রতিটি অঞ্চলে ও ঢাকায় প্রদর্শন ও বিপণন কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলছে। সরকার ঘোষিত ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে পিডিবিএফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পরিশেষে সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পিডিবিএফ-এর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

পিডিবিএফ-এ নতুন চেয়ারপারসন এর যোগদান

জনাব এম এ কাদের সরকার
চেয়ারপারসন, পিডিবিএফ এবং সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

জনাব এম এ কাদের সরকার গত ১৮ এপ্রিল, ২০১৩ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে সচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি পদাধিকার বলে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর চেয়ারপারসন এর দায়িত্ব পালন করছেন।

পিডিবিএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান এর যোগদান

মোঃ মাহবুবুর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ

জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান গত ১৩ মে, ২০১৩ তারিখ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে যোগদান করেছেন। পিডিবিএফ-এর সূচনালগ্ন থেকে তিনি অত্র প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উচ্চতর পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি বিগত প্রায় ৪ বছর পিডিবিএফ-এর ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে অত্যন্ত সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

পিডিবিএফ এ যোগদানের পূর্বে তিনি প্রায় ১৬ বছর কানাডিয়ান সিডার উচ্চতর পদে কর্মরত ছিলেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী প্রতিষ্ঠানে উপদেষ্টা হিসেবে বিভিন্ন সময়ে কাজ করেছেন। তিনি দেশে ও বিদেশে বহু প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ, সেমিনারে মূল আলোচক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স সহ মাষ্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি পিডিবিএফ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। তিনি **"উদ্দীপন"** নামক জাতীয় পর্যায়ের একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন এবং বর্তমানে তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের এক্সিকিউটিভ বোর্ডের অন্যতম সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে **মাইক্রোক্রেডিট সামিট ক্যাম্পেইন** কর্তৃক পিডিবিএফ কে বৃহত্তর ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি সনদ প্রদান করা হয়।

বর্তমান পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স-এ যাঁরা রয়েছেন

জনাব এম এ কাদের সরকার চেয়ারপারসন বোর্ড অব গভর্নর্স, পিডিবিএফ এবং সচিব পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়			
জনাব মোঃ আব্দুল জলিল মিঞা ভাইস চেয়ারপারসন বোর্ড অব গভর্নর্স, পিডিবিএফ এবং মহা পরিচালক, বিআরডিবি	**জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান** সদস্য সচিব বোর্ড অব গভর্নর্স, পিডিবিএফ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ	**ড. আহমদ আল-কবির** সদস্য বোর্ড অব গভর্নর্স, পিডিবিএফ এবং চেয়ারম্যান, রূপালী ব্যাংক লিঃ	**বেগম তাহমিনা বেগম** যুগ্ম সচিব অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং সদস্য, বোর্ড অব গভর্নর্স, পিডিবিএফ
ড. কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ ব্যবস্থাপনা পরিচালক পিকেএসএফ, আগারগাঁও, ঢাকা এবং সদস্য, বোর্ড অব গভর্নর্স, পিডিবিএফ		**ড. ফেরদৌস জাহান** সদস্য, বোর্ড অব গভর্নর্স, পিডিবিএফ এবং প্রফেসর, লোক প্রশাসন বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	
বেগম আফরোজা সদস্য, বোর্ড অব গভর্নর্স, পিডিবিএফ এবং সদস্য, সেনহাটি পালপাড়া মহিলা সমিতি দিঘলিয়া, খুলনা অঞ্চল	**বেগম আফরোজী আজ্জাদ তানিয়া** সদস্য, বোর্ড অব গভর্নর্স, পিডিবিএফ এবং সদস্য, মধ্য দরিয়াবাদ মহিলা সমিতি ইসলামপুর, জামালপুর অঞ্চল	**বেগম সারমিন আক্তার** সদস্য, বোর্ড অব গভর্নর্স, পিডিবিএফ এবং সদস্য, কুমিয়ান প্রভাতী মহিলা সমিতি কাউখালী, পিরোজপুর অঞ্চল	**মোছাঃ রোকছানা বেগম** সদস্য, বোর্ড অব গভর্নর্স, পিডিবিএফ এবং সদস্য, বামুজা উত্তর পাড়া মহিলা সমিতি কাহালু, বগুড়া অঞ্চল

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) -এর বিগত ৫ বছরের অগ্রগতি

পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং নারী পুরুষের সমতায়নের লক্ষ্যে পিডিবিএফ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। সরকার এবং কানাডিয়ান সিডা কর্তৃক পরিচালিত একটি প্রকল্প ১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসে জাতীয় সংসদে গৃহীত আইনের মাধ্যমে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) নামে প্রতিষ্ঠিত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পিডিবিএফ-এর 'এগিয়ে চলার এক যুগ' পূর্তি অনুষ্ঠানমালা শুভ উদ্বোধন করেন

বিগত ২০০০ সাল থেকে কার্যক্রম শুরু করে বর্তমানে পিডিবিএফ সংশ্লিষ্ট সকল সহকর্মী ও সুবিধাভোগীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যুগোত্তীর্ণ সফল প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচিতি লাভে সমর্থ হয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পিডিবিএফ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পিডিবিএফ ক্ষুদ্র ঋণের মানবিকীকরণ ও অধিকতর বহুমূখীকরণের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন কর্মসূচির সমন্বয় অব্যাহত রেখেছে। বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষকে মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করাই পিডিবিএফ-এর মূল লক্ষ্য।

পিডিবিএফ এর 'এগিয়ে চলার এক যুগ' পূর্তিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শ্রেষ্ঠ কর্মীদের মেডেল, সনদপত্র ও নগদ অর্থ পুরস্কার প্রদান করা হয়

সংশ্লিষ্ট সকলের ঐকান্তিক নিষ্ঠা, সততা, শৃঙ্খলা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে পিডিবিএফ ক্রমান্বয়ে একটি মজবুত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিগত ৯ জুলাই, ২০০০ সালে "পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)"- এর কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। অব্যাহত কর্ম প্রচেষ্টা ও সেবার মাধ্যমে বর্তমানে গ্রাম বাংলার দরিদ্র অসহায় জনগণের মাঝে পিডিবিএফ আশার আলো সঞ্চার করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক "এগিয়ে চলার একযুগ" পূর্তির অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক সহযোগিতায় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সার্বিক সহযোগিতায় বিগত ৫ বছরে অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতে পিডিবিএফ উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে পিডিবিএফ এর কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। তারই ধারবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিগত ৯ জুলাই, ২০১১ পিডিবিএফ এর "এগিয়ে চলার একযুগ" উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন এবং পিডিবিএফ কার্যক্রমের সফলতায় ভূয়সী প্রশংসা করেন।

"এগিয়ে চলার একযুগ" পূর্তি অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি আলহাজ্ব এ্যাডভোকেট মোঃ রহমত আলী, এমপি এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি। আরো উপস্থিত ছিলেন পিডিবিএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব ড. মিহির কান্তি মজুমদার।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এগিয়ে চলার একযুগ অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ সুফলভোগী সদস্য এবং তাঁদের মেধাবী সন্তানদের মেডেল ও পুরস্কার বিতরণ করেন ঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পিডিবিএফ এর সমগ্র বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সুফলভোগী সদস্যগণের মধ্য থেকে টোকেন হিসাবে ৬ জনকে ১টি করে মেডেল এবং নগদ অর্থ পুরস্কার প্রদান করা হয়। একই সাথে সুফলভোগী সদস্যদের মেধাবী সন্তানদের ৬ জনকে ১টি করে মেডেল এবং নগদ অর্থ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মেডেল, সার্টিফিকেট এবং অর্থ পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে

পিডিবিএফ-এর শ্রেষ্ঠ কর্মীদের মধ্য থেকে টোকেন হিসাবে ৬ জনকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত দিয়ে ১টি করে মেডেল, সার্টিফিকেট, এবং নগদ অর্থ পুরস্কার প্রদান করা হয়। মোট ৩০ জন শ্রেষ্ঠ সুফলভোগী, ৩০ জন শ্রেষ্ঠ কর্মী এবং ১৫০ জন মেধাবী সন্তানকে পুরস্কার প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক পিডিবিএফ আয়োজিত বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন ঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক **"এগিয়ে চলার একযুগ"** অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ শেষে পিডিবিএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে পিডিবিএফ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখান।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পিডিবিএফ-এর 'এগিয়ে চলার এক যুগ' পূর্তি উপলক্ষে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন ষ্টল পরিদর্শন করছেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পিডিবিএফ এর সুফলভোগী সদস্যদের উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী সরেজমিনে দেখে খুবই অভিভূত ও মুগ্ধ হন।

সাংবাদিক সম্মেলন ঃ

পিডিবিএফ এর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত করার জন্য পিডিবিএফ এর 'এগিয়ে চলার একযুগ' পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার একদিন পূর্বে বিভিন্ন প্রিন্ট এবং

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় বিভাগের সচিব ড. মিহির কান্তি মজুমদার

ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রায় শতাধিক সাংবাদিকদের সামনে পিডিবিএফ এর কর্মকান্ড, অতীত ইতিহাস এর সফলতা এবং ব্যর্থতা উপস্থাপন করেন পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় বিভাগের সচিব এবং পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স-এর চেয়ারপারসন ড. মিহির কান্তি মজুমদার। এই প্রথম প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সামনে পিডিবিএফ-এর সফলতা, ব্যর্থতা এবং আগামীতে এর কর্ম-কৌশল উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে, তার নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার। এ সম্মেলনে পিডিবিএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালক, যুগ্ম পরিচালকসহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সেবা পক্ষ ঃ

পিডিবিএফ এর **"এগিয়ে চলার একযুগ"** শীর্ষক অনুষ্ঠানমালা উদ্বোধনের ধারাবাহিকতায় বছর ব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রম ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়। পরবর্তী কর্মসূচী হিসাবে ১৭-৩১/০৭/২০১১ তারিখ পর্যন্ত সেবাপক্ষ পালন করা হয়। সেবা পক্ষের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে র‍্যালী, আলোচনা সভা, সুফলভোগী সদস্যদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ, খাবার স্যালাইন বিতরণসহ উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের জাতিগঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে লিংকেজ স্থাপনের মাধ্যমে সুফলভোগী সদস্যদের অধিকতর সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়। বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের উপর সুফলভোগী সদস্যদেরকে এবং কর্মকর্তা কর্মচারীগণকে স্বীকৃতি প্রদান ও উৎসাহিত করার জন্য পুরস্কার প্রদান করা হয়।

পিডিবিএফ এর ১৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন ও সেবা মাস উদ্বোধন ঃ

পিডিবিএফ এর কার্যক্রমের ১৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী বিগত ০৯ জুলাই, ২০১২ তারিখে এলজিইডি অডিটোরিয়ামে উদ্‌যাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি।

প্রধান অতিথি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি কর্তৃক সেবা মাস উদ্বোধন

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও পিকেএসএফ এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. মিহির কান্তি মজুমদার, পিডিবিএফ বোর্ড অব গর্ভনর্স এর চেয়ারপারসন এবং সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ। তাছাড়া আরো বক্তব্য রাখেন পিডিবিএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান। পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের ৬৫০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তার গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য শেষে **'সেবা মাস'** উদ্বোধন করেন। গত ০৯/৭/২০১২ থেকে ০৮/৮/২০১২ তারিখ পর্যন্ত সেবা মাস উদযাপিত হয়।

পিডিবিএফ এর স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম এর শুভ উদ্বোধন ঃ

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং নারী পুরুষের সমতায়নের লক্ষ্যে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

পিডিবিএফ এর স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম এর শুভ উদ্বোধন করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি

এরই ধারাবাহিকতায় জুলাই, ২০১২ সালে পিডিবিএফ এর ১৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও সেবা মাসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি মহোদয় পিডিবিএফ এর কার্যক্রম সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য শেষে মাঠ পর্যায়ে সরবরাহের লক্ষ্যে "স্বাস্থ্য সেবা উপকরণ" বিতরণ করেন।

স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছেন পিডিবিএফ কর্মকর্তা

বর্তমানে পিডিবিএফ-এর সদস্যগণ নূন্যতম খরচে সমিতির সাপ্তাহিক সভার দিন তাঁদের স্বাস্থ্য সেবা নিতে পারছেন।

সম্প্রসারণ কার্যক্রম ঃ

দেশের অধিকাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে উন্নয়নের লক্ষ্যে বিগত ৫ বছরে ২০৯টি উপজেলায় পিডিবিএফ এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

সম্প্রসারিত কার্যক্রমের আওতায় গ্রামের হতদরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ সদস্য ও পরিবার পিডিবিএফ এর মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি/সঞ্চয় জমা ও ঋণ গ্রহণ করে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে বিনিয়োগ করে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে নিজেদের দারিদ্র্যতা দূর করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে ৩৪৯টি উপজেলার ৩৯০টি কার্যালয়ের মাধ্যমে পিডিবিএফ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

পিডিবিএফ বোর্ড সভায় সভাপতিত্ব করছেন ড. মিহির কান্তি মজুমদার, সচিব।

পিডিবিএফ প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি নিজস্ব ও সরকারী অর্থায়নে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রকল্প পরিচালনা করে আসছে ঃ

প্রকল্প-১ ঃ পিডিবিএফ সৌরশক্তি প্রকল্প (PDBF Solar Energy Project): বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিশেষ করে গ্রামের অনগ্রসর, পিছিয়ে পড়া অতিদরিদ্র অধিকাংশ মানুষই প্রচলিত বিদ্যুৎ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তারই ফলশ্রুতিতে সৌর বিদ্যুৎ প্রযুক্তির মাধ্যমে সেবা প্রদান করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত কল্পে পিডিবিএফ কর্ম-এলাকার মধ্যে বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিত এলাকায় বর্তমান সরকারের ভিশন, ২০২১ অনুযায়ী "সকলের জন্য বিদ্যুৎ" এই শ্লোগান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিডিবিএফ কাজ করে যাচ্ছে। বিগত ৫ বছরে পিডিবিএফ ১৯টি জেলার ১২৫টি উপজেলার ১৯৬০টি গ্রামে ১৮,৫৩০টি সোলার হোম সিষ্টেম (SHS) স্থাপনের

শ্যামনগর উপজেলার তাহমিনা বেগম সৌরবিদ্যুৎ এর মাধ্যমে ছেলেমেয়েদেরকে লেখাপড়া শিখাচ্ছেন

মাধ্যমে দৈনিক গড়ে ৪,৫০০ KW বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। পিডিবিএফ এ পর্যন্ত ২৬,০০০টি সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করেছে এবং দৈনিক গড়ে ৬,২০০ KW বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সৌর বিদ্যুৎ-এর আলো ব্যবহারের ফলে দরিদ্র মানুষের সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁদের ছেলেমেয়েরা বিদ্যুতের আলোতে লেখাপড়া করে উন্নত জীবন গঠনের সুযোগ পাচ্ছে। দরিদ্র জনগণ আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে দেশ-বিদেশের খবরা-খবর সহ চিত্তবিনোদনের সুযোগ পাচ্ছে, সাথে সাথে পিডিবিএফ ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

প্রকল্প-২ ঃ দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প (Extention of Palli Daridro Bimochon Foundation (PDBF) Activities for Poverty Alleviation & Self Employment): ২৭১ কোটি টাকার এই প্রকল্পটি ৫ জুন, ২০১২ তারিখে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখা হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদন করা হয়েছে। প্রকল্পটি ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, বরগুনা, পটুয়াখালী, বি-বাড়িয়া, কুমিল্লা, সুনামগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, রংপুর, লালমনিরহাট, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর এই ২০টি জেলার ১০০টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে পল্লীর অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর প্রায় ২.০৫ লক্ষ সুফলভোগীর আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে তাঁদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়ায় সহায়ক ভূমিকা রাখবে। পিডিবিএফ সম্প্রসারণ প্রকল্পে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের (জিওবি) প্রায় ২০০.০০ কোটি টাকা এবং পিডিবিএফ এর নিজস্ব তহবিল থেকে ৭১.৫০ কোটি টাকার সংস্থান রয়েছে। বিগত ৫ বছরে বর্তমান সরকারের মাননীয় মন্ত্রীবর্গ, সচিব এবং প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহায়তায় মাঠ পর্যায়ের সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে পিডিবিএফ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে পিডিবিএফ আর্থিকভাবে বর্তমানে ১১১ ভাগ স্বয়ম্ভরতা অর্জন করতে পেরেছে।

প্রকল্প-৩ ঃ বাংলাদেশের জলবায়ু দুর্গত এলাকায় সৌরশক্তি উন্নয়ন প্রকল্প (Solar Energy Development in the Climate Vulnerable Areas of Bangladesh): বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের আওতায় জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে প্রায় ২০.০০ কোটি টাকার প্রকল্পটি সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরিশাল, বরগুনা, পটুয়াখালী ও ভোলাসহ মোট ৮ জেলার ২০ উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্প-৪ ঃ ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রে সোলার সিষ্টেম প্রতিস্থাপন প্রকল্প (Installation of Solar Systems at Union Information and Service Centre): এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৩,২০৮টি ইউনিয়ন পরিষদে সোলার সিষ্টেম স্থাপনের জন্য ২৪.৯৫ কোটি টাকার প্রকল্প জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ফলে প্রতিটি ইউনিয়নে কম্পিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্বের সাথে ইন্টারনেট যোগাযোগ স্থাপিত হবে। পাশাপাশি প্রত্যন্ত এলাকার জনগোষ্ঠী তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ পাচ্ছে।

প্রকল্প-৫ ঃ দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় সোলার এর মাধ্যমে বি-লবণীকরণ প্রকল্প (Supplying of Safe Drinking Water by Solar De-salination/Purification Panel to the Climate Vulnerable Areas of Bangladesh): বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সুপেয় পানির খুব অভাব বিধায় এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য পিডিবিএফ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট এর সহায়তায় উপকূলীয় এলাকার ৬টি জেলার ১১টি উপজেলায় সোলার সিষ্টেমের মাধ্যমে লবণাক্ত পানিকে বি-লবণীকরণ/বিশুদ্ধকরণ করে সুপেয় পানিতে রূপান্তর করে পানীয় জলের অভাব হ্রাস করে জনদুর্ভোগ কমিয়ে আনায় কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে। ফলে ১৫৮টি স্পটে ২৯১টি সোলার বিলবনীকরণ/ বিশুদ্ধকরণ প্যানেল স্থাপন করে দরিদ্র জনপদে সুপেয় পানির চাহিদা মেটানো হচ্ছে।

★ **বস্তুত, আল্লাহ্ অবাধ্যগণকে ভালবাসেন না।**
- সূরা আলে ইমরান।

★ **আল্লাহ্ সদাচারীকে ভালবাসেন।**
- সূরা মাইদাহ।

★ **যে সমর্থ ও কর্মক্ষম হইয়াও শ্রমবিমুখ, আল্লাহ্ তাহার প্রতি সদয় নহেন।**
- আল হাদিস।

ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম ঃ

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে পিডিবিএফ থেকে গ্রামীণ দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে আর্থিকভাবে স্বয়ম্ভর, উৎপাদনমূখী কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ৮টি প্রশাসনিক বিভাগের ৫০টি জেলার ৩৪৯টি উপজেলায় প্রায় ৯ লক্ষ সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মাঝে বিগত ৫ বছরে ২,২৯৭ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

দিনাজপুর অঞ্চলের সৈয়েদপুর উপজেলার মহিলা সমিতির সদস্যগণ বাঁশ-বেতের কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত

বিতরণকৃত ঋণ থেকে ২,৪৯৭ কোটি টাকা আদায় করা সম্ভব হয়েছে। পিডিবিএফ শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট ৫,০৩১ কোটি টাকা (ক্রমপুঞ্জিত) ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করেছে। ক্ষুদ্র ঋণ আদায়ের হার ৯৯%।

ময়মনসিংহ অঞ্চলের ত্রিশাল উপজেলার মহিলা সমিতির সদস্য মৃৎ শিল্পের কাজ করছেন

এ কার্যক্রমে প্রায় ৯ লক্ষ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড যেমন-গাভী পালন, মৎস চাষ, শাকসব্জি চাষ, নার্সারী, মুরগী পালন ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় প্রায় ৩৫.০০ লক্ষাধিক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে পিডিবিএফ জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

ডুমুরিয়া উপজেলার মধ্য সোধনা মহিলা সমিতির সদস্য আলু চাষে ব্যস্ত

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম (SELP) ঃ

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তারা নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শুরু বা ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন তা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় না। অপর দিকে, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসা শুরু করতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা পিডিবিএফ-এর ক্ষুদ্র ঋণের সিলিং এর অতিরিক্ত বা আওতার বাহিরে। এ সকল উদ্যোক্তার জন্য ব্যাংক ঋণ গ্রহণ ঝামেলাপূর্ণ বিধায় তাঁরা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে আগ্রহী হন না। পিডিবিএফ যেহেতু আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিয়োজিত একটি আর্থিক

ময়মনসিংহ অঞ্চলের ফুলপুর উপজেলার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা মাছ চাষের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছেন

প্রতিষ্ঠান, তাই এই সব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ধরণের ঋণ সুবিধা প্রদান সহ অন্যান্য কারিগরি সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অধিক আয় এবং আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছে। পিডিবিএফ বিগত ৫ বছরে প্রায় ১১,৪১৫ জন উদ্যোক্তার মাঝে ৭৪২.৩৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করছে এবং বিতরণকৃত ঋণ থেকে ৭৪১.৭৮ কোটি টাকা আদায় করেছে । বিগত ৫ বছরে প্রায় ১.৩০ লক্ষ জনগোষ্ঠীর আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পেরেছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রমে (SELP) শুরু থেকে মোট ৯৬৯.০১ কোটি (ক্রমপুঞ্জিত) টাকা ঋণ বিতরণ এবং বিতরণকৃত ঋণ থেকে ৯৩৯.৫৪ কোটি টাকা আদায় করতে পেরেছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ আদায় হার ৯৯% ।

সঞ্চয় কার্যক্রম ঃ

পিডিবিএফ-এর সুফলভোগীদের জন্য ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি সঞ্চয় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। কারণ এ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় ব্যাংকে জমা করা সম্ভব নয়। পিডিবিএফ-এর কর্মীগণ গ্রাম পর্যায়ে দল গঠন করে সমিতির সাপ্তাহিক সভার মাধ্যমে সঞ্চয় আদায় করে পুঁজি গঠনে সহায়তা করে থাকে। এই সঞ্চয় থেকে শারীরিক অসুস্থতা, রোগব্যাধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ছেলে-মেয়ের পড়াশুনা এবং যে কোন আপদকালীন সময়ে সুফলভোগী তাঁর জমাকৃত সঞ্চয়ের টাকা উত্তোলন করতে পারেন।

পিডিবিএফ এ সাধারণ সঞ্চয়, সোনালী সঞ্চয়, মেয়াদী সঞ্চয় নামে ৩টি ভিন্ন ভিন্ন সঞ্চয় প্রকল্প আছে। বিগত ৫ বছরে সুফলভোগীগণ প্রায় ১৬৭ কোটি টাকা সঞ্চয় জমা করতে সক্ষম হয়েছে। পিডিবিএফ এ শুরু থেকে মোট ২৮০ কোটি টাকা সুফলভোগীদের সঞ্চয় জমা আছে।

লটকন চাষ পিডিবিএফ শিবপুর উপজেলার সদস্য সেফালী বেগমকে দিয়েছে সুখের ঠিকানা

মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম ঃ প্রশিক্ষণ

ক) সদস্য প্রশিক্ষণ ঃ

পিডিবিএফ-এর সদস্যগণ নেতৃত্ব বিকাশ, সামাজিক উন্নয়ন ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঋণের টাকা সঠিক খাতে ব্যয় করতে সক্ষম হয়।

কৃষি কর্মী সৃষ্টির জন্য পিডিবিএফ জামালপুর অঞ্চলের সুফলভোগী সদস্যদেরকে প্যারাটেক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে

বিগত ৫ বছরে পিডিবিএফ-এ নেতৃত্ব বিকাশ, সচেতনতা বৃদ্ধি, সামাজিক উন্নয়ন আয়বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কর্মকান্ডের উপর সুফলভোগীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া গো-খাদ্যের জন্য সাইলেজ প্রশিক্ষণ এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, যোগাযোগ ও কর্ম-পরিকল্পনা কর্মশালা, ওরিয়েন্টেশন, পর্যালোচনা সভা সহ বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। বিগত ৫ বছরে মোট ৪২,৯৮৮ জন সুফলভোগীকে নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। শুরু থেকে মোট ২,৪৭,০৫৮ জন সুফলভোগী সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

খ) সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণ ফোরাম/উঠান বৈঠক ঃ

বছরে ৫২ সপ্তাহে ৫২টি বিষয়ের উপরে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ফোরাম/উঠান বৈঠক বাস্তবায়নের মাধ্যমে সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মধ্যে দিয়ে প্রায় সকল সদস্যকে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, প্রাথমিক চিকিৎসা, স্যানিটেশন, নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন, আইনগত অধিকার, জেন্ডার, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। আমাদের সদস্যদের মাঝে যে প্রকৃতই সামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে এবং তাদের মাঝে যে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটেছে তার প্রমাণ মেলে বিগত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ফলাফলসমূহে। পিডিবিএফ সুফলভোগীদের মধ্য থেকে শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত মোট ৮৪৫ জন সদস্য স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছে।

উঠান বৈঠকে সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণ ফোরাম পরিচলনা করছেন পিডিবিএফ এর মাঠকর্মী

গ) কর্মী প্রশিক্ষণ ঃ

পিডিবিএফ দক্ষ কর্মী বাহিনী সৃষ্টির জন্য মোট ১১,২৮০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। পিডিবিএফ শুরু থেকে মোট ২৮,১৩০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

কাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমি (ফিমা)'র প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী পিডিবিএফ-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

পিডিবিএফ এর নিজস্ব ব্যবস্থাপনা এবং নিজস্ব প্রশিক্ষক দ্বারা এবং বাইরের বিভিন্ন খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় মানব সম্পদ উন্নয়নের এই মহান কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করছে। পিডিবিএফ এর বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অঞ্চলভিত্তিক বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা ও মতবিনিময় সভা সম্পন্ন করে আসছে।

পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা এবং অঞ্চল পর্যায়ের ম্যাসেঞ্জার থেকে শুরু করে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে Bottom up কর্ম-পরিকল্পনা করে থাকে।

বরিশালে একটি মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন ড. মিহির কান্তি মজুমদার, সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ কর্মশালায় পিডিবিএফ এর সকল করণীয় নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এতে সহকর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ কর্মপরিবেশের সৃষ্টি হয় এবং পিডিবিএফ অতি সহজেই তাঁর কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

সামাজিক দায়বদ্ধতা বিষয়ক কার্যক্রম ঃ

পিডিবিএফ সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে সদস্য ও কর্মীদের সন্তানদের জন্য বহুমুখী কল্যাণকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পিডিবিএফ-এর মূল লক্ষ্য হলো- পল্লীর দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে পিডিবিএফ মানুষকে মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বদা নিবেদিত। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে পিডিবিএফ নিম্নরূপ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে-

ক) শিক্ষা সহায়তা ভাতা :

পিডিবিএফ দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ সদস্যের মেধাবী সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য শিক্ষা সহায়তা ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেছে।

পিডিবিএফ সদস্যদের দরিদ্র মেধাবী সন্তানদের শিক্ষা সহায়ক ভাতা প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

বিগত ৫ বছরে সদস্যদের ১৫০ জন মেধাবী সন্তানকে উচ্চতর শিক্ষার জন্য শিক্ষা সহায়তা ভাতা প্রদান করার ব্যবস্থা করেছে। ফলে দরিদ্র সদস্যদের মেধাবী সন্তানদের লেখাপড়া করার উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

খ) সুফলভোগী ও প্রতিবন্ধী শিশুদের চিকিৎসা সহায়তা ভাতা ঃ

পিডিবিএফ এ সুবিধাভোগী সদস্যদের প্রতিবন্ধী শিশুদের চিকিৎসা ও মানসিক বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে ২৩০০ জনকে মনোনীত করে তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ফলে তাদের সামাজিকভাবে আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি এবং তাঁরা অবহেলিত নয়, তাদের পার্শ্বে পিডিবিএফ তথা বর্তমান সরকার আছে এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে।

গ) নবজাত শিশুদের সঞ্চয় স্কীম ঃ

পিডিবিএফ সুবিধাভোগী দরিদ্র্য সদস্যদের নবজাতক সন্তানদের জন্য একটি বিশেষ সঞ্চয় স্কীম চালু করেছে। এই স্কীমের আওতায় প্রতিটি নবজাতকের জন্য ৫০০/- টাকা অনুদান প্রদান করে পিডিবিএফ- এ একটি সঞ্চয়ী হিসাব খোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ খাতে চলতি বছরে ১২.৫০ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দের সংস্থান রাখা হয়েছে। এ স্কীম চালুর ফলে একদিকে যেমন সদস্যগণ আরো অধিক সঞ্চয় জমা করতে উৎসাহী হবেন, অন্যদিকে এ কার্যক্রমের ফলে নবজাত সন্তানদের সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে বেড়ে উঠা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হবে।

নবজাতক শিশুদের নামে সঞ্চয় স্কীম চালু করার ফলে তাঁরা খুব খুশী

ঘ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য কল্যাণ তহবিল ঃ

কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের শারীরিক অসুস্থতা, সাময়িক অক্ষমতা, দূর্ঘটনা ইত্যাদি কারণে চিকিৎসা সহায়তা এবং দরিদ্র কর্মচারীদের সন্তানদের বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে পিডিবিএফ এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়মিত মাসিক অফেরতযোগ্য চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে গঠিত কল্যাণ তহবিল থেকে প্রয়োজন অনুসারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। বিগত ৫ বছরে মোট ৪২৪ জনকে প্রায় ৯৩.৯১ লক্ষ টাকা কল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। পিডিবিএফ শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট ৯৯৮ জন সহকর্মীকে প্রায় ১.৬৯ কোটি টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করেছে।

সেবা মাস পালন ঃ

পিডিবিএফ এর একযুগ সফলভাবে অতিবাহিত হওয়ায় এবং ২০১১-১২ অর্থবছরে সার্বিক কার্যক্রমে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করায় ০৯/০৭/২০১২ হতে ০৮/০৮/২০১২ ইং তারিখ পর্যন্ত সেবা মাস পালন করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সেবা মাসের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে সদস্যদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন, নতুন সদস্য সংগ্রহ অভিযান, নিয়মিত প্রশিক্ষণ ফোরাম বাস্তবায়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্যানিটেশন, পুষ্টি ও পরিবেশ উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা প্রদান, বৃক্ষ রোপনে উদ্বুদ্ধকরণ, টিকা প্রদান, জাতি গঠনমূলক প্রতিষ্ঠান তেকে সেবা প্রাপ্তিতে লিংকেজ স্থাপন, নিজস্ব পুঁজি গঠন/বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা, ঋণ প্রদান ও খেলাপি ঋণ আদায় এবং "একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প"

'সেবা মাস' উপলক্ষে সদস্যদের মোরগ মুরগীকে টিকা প্রদান করছে প্যারাটেক

বাস্তবায়নে সহায়তা করা। পিডিবিএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান এবং ম্যানেজমেন্ট টীমসহ বিভিন্ন অঞ্চল ও উপজেলা পর্যায়ে সেবা মাস উপলক্ষে স্বাস্থ্যসেবা উপকরণ বিতরণ, ভ্যাকসিনেশন প্রদান ও র‍্যালীসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। সেবা মাস কার্যক্রমে উপস্থিত হয়ে কর্মীদের মাঝে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ প্রদান করেন। 'সেবা মাস' উপলক্ষে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির আলোকে সর্বোচ্চ কৃতিত্ব অর্জনকারী কর্মীদের মাঝে তাঁদের সফলতা/কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁদের কর্মস্পৃহা জাগরণের মাধ্যমে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং পিডিবিএফ এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য সহকর্মীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

আইসিটি (ICT) কার্যক্রম এবং ডিজিটালাইজড পিডিবিএফ ঃ

সরকার ঘোষিত ভিশন, ২০২০-২০২১ এর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ব্যাপারে পিডিবিএফ কাজ করে যাচ্ছে এবং বিগত ৫ বছরে পিডিবিএফ নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করেছে। পিডিবিএফ এর প্রধান কার্যলয়ের ৬৫টি কম্পিউটারকে Local Area Network (LAN) ও দ্রুত গতির Broad Band Internet এর আওতায় আনা হয়েছে। এ ছাড়া ১৫টি আঞ্চলিক কার্যলয়ের ৭৫টি কম্পিউটারকে LAN ও Internet সংযোগের আওতায় আনা হয়েছে। পিডিবিএফ-এ একটি দক্ষ ও সুশিক্ষিত কর্মী বাহিনী রয়েছে। Human Resource Information System (HRIS)-এর মাধ্যমে কম্পিউটারে সকল কর্মীর ছবিসহ তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ অনুসারে পিডিবিএফ-এর সকল সদস্যদের সাংগঠনিক ও ক্ষুদ্র ঋণ সংক্রান্ত সকল তথ্য (প্রায় ৯ লক্ষ সদস্য) কম্পিউটারে (Computerized) সংযোজিত হয়েছে। পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় Computerized attendance system চালু রয়েছে।

পিডিবিএফ এর আইসিটি ও সোলার ষ্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পিডিবিএফ বর্তমানে ব্যবহৃত সফটওয়ারসমূহের আরো আধুনিকায়ন ও হাইটেক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এর কার্যক্রম আরো সম্প্রসারিত করবে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সহযোগী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে প্রযুক্তি সেবা প্রদানের পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় পিডিবিএফ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

পিডিবিএফকে একটি অনন্য ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে এবং সরকার ঘোষিত ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে পিডিবিএফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আগামী স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর বছরে সরকারের ভিশন ২০২১ এর সার্বিক বাস্তবায়নে পিডিবিএফ অনন্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

সাইলেজ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গো-খাদ্য তৈরী ঃ

দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে বছরের প্রায় ৬ মাসেরও অধিক সময় গো-খাদ্যের তীব্র সংকট দেখা যায়। গো-খাদ্যের অভাবে বিশেষ করে দুগ্ধবতী গাভী নিয়ে কৃষকগণ সংকটে পড়েন। দেশের দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি ও গো-খাদ্যের সংকট মোকাবেলার জন্য পিডিবিএফ এর কর্মএলাকার বিশেষ করে দেশের উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি উপজেলায় ভুট্টা গাছ থেকে সাইলেজ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুষ্টিকর গো-খাদ্য তৈরীর জন্য একটি পাইলট কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে পিডিবিএফ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ সহ ৩৪ জন কর্মীকে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আশা করা যায়, আগামীতে এ কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

পল্লী রঙ ঃ

পিডিবিএফ-এর সুফলভোগী সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর প্রচার, প্রসার ও বাজারজাত করণের লক্ষ্যে সকল আঞ্চলিক পর্যায়ে এবং ঢাকায় **'পল্লী রঙ'** নামে প্রদর্শন ও বিপণন কেন্দ্র স্থাপনের সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে জামালপুর অঞ্চলে ও ঢাকায় পল্লী রং এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী তৈরীতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করছেন পিডিবিএফ-এর কর্মকর্তা

বরগুনায় তথ্য মেলা- ২০১২ তে পিডিবিএফ এর স্টলঃ

সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), বরগুনা'র আয়োজনে এবং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর সহায়তায়

বরগুনা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে ৩ ও ৪ ডিসেম্বর, ২০১২ দুই দিনব্যাপী তথ্য মেলায় পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন, বরগুনা সদর কার্যালয়ের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনসাধারণকে তথ্য সেবা প্রদান করায় বিশেষ ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়।

বিভিন্ন দিবস উদযাপন ঃ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঃ

বিগত ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২০১৩ উপলক্ষে সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শহীদ ভাষা সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছেন পিডিবিএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক

স্বাধীনতা দিবস ঃ

বিগত ২৬ মার্চ, ২০১৩ পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ের উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা দিবস, ২০১৩ উপলক্ষে সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের পক্ষ থেকে জাতীয় স্মৃতিসৌধ, সাভারে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন ড. মিহির কান্তি মজুমদার, চেয়ারপারসন, বোর্ড অব গভর্নর্স, পিডিবিএফ এবং সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ।

জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছেন পিডিবিএফ এর চেয়ারপারসন এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বরিশালে সকল উপ-পরিচালক ও আঞ্চলিক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের সম্মেলন অনুষ্ঠিত ঃ

বিগত ২৮ ডিসেম্বর, ২০১২ বরিশালের এসডিএফ সম্মেলন কেন্দ্রে পিডিবিএফ এর ২ দিন ব্যাপী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে সকল উপ-পরিচালক ও আঞ্চলিক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, এমডি, পিডিবিএফ-কে ফুল দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন জনাব মোঃ সেলোয়ার হোসেন, উপ-পরিচালক, বরিশাল

ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাঁর স্বাগত বক্তব্যে উত্তরে পঞ্চগড় থেকে দক্ষিণে ভোলা হতে আগত সকলকে শীতের উষ্ণ শুভেচ্ছা দিয়ে সভার শুভ সূচনা করেন। তিনি তাঁর স্বাগত বক্তব্যে পিডিবিএফ এর সকল সহকর্মীকে মনপ্রাণ দিয়ে পিডিবিএফ এর উন্নয়নে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান। তিন আরো বলেন, সরকারের কাছে এবং সকল পর্যায়ে পিডিবিএফ এর গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। সভায় পিডিবিএফ সম্প্রসারণ প্রকল্পের নতুন ৬টি অঞ্চলের ৬জন উপ-পরিচালককে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় আশা প্রকাশ করেন যে, চলতি অর্থ বছরে ১০০টি উপজেলায় পিডিবিএফ এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে এবং খুব শীঘ্রই বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে পিডিবিএফ-এর সেবা পৌঁছে দেয়া হবে। সে লক্ষ্যে তিনি সবাইকে কাজের ব্যাপারে আরও বেশী দায়িত্ববান হতে পরামর্শ প্রদান করেন।

দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও অঞ্চলে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং যোগাযোগ কর্মশালা অনুষ্ঠিত ঃ

বিগত ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও অঞ্চলের কর্মকর্তা কর্মচারীগণের সমন্বয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং যোগাযোগ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ড. মিহির কান্তি মজুমদার। সভায় সভাপতিত্ব করেন পিডিবিএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান। উক্ত কর্মশালায় দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও অঞ্চলের প্রায় ৫০০ কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং পিডিবিএফ-এর প্রধান কার্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি সভায় পিডিবিএফ-এর বিভিন্ন কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি পিডিবিএফ এর সকল সহকর্মীকে চলনে বলনে আচরণে পিডিবিএফ এর ঢং এ কাজ করার আহ্বান জানান। **প্রধান অতিথি দরিদ্র মানুষকে 'দরিদ্র' না বলে 'সুবিধা বঞ্চিত মানুষ' বলতে আহ্বান জানান।**

ড. মিহির কান্তি মজুমদার, চেয়ারপারসন ও সচিবকে ক্রেস্ট দিয়ে বরণ করছেন জনাব মোঃ ইরফান আলী চৌধুরী

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও অঞ্চলের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ প্রধান অতিথিকে তাঁদের মাঝে পেয়ে খুবই আনন্দিত ও আবেগাপ্লুত হন। বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং যোগাযোগ কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঠাকুরগাঁও অঞ্চলের উপ-পরিচালক জনাব রেজাউননবী আকন্দ এবং দিনাজপুর অঞ্চলের উপ-পরিচালক জনাব ইরফান আলী চৌধুরী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিকে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও অঞ্চলের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা স্মারক উপহার দেয়া হয়।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন-এর বার্ষিক ফেলোশিপ মিটিং অনুষ্ঠিত ঃ

ফেলোশিপ মিটিং শেষে ভোজ সভার অংশবিশেষ

বিগত ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা- কর্মচারী ও তাঁদের পরিবার পরিজন এবং সকল আঞ্চলিক পর্যায়ের উপ-পরিচালক ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সমন্বয়ে অত্যন্ত আন্তরিক ও মনোরম পরিবেশে ঢাকা চিড়িয়াখানার "উৎসব দ্বীপে" পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ের উদ্যোগে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন-এর বার্ষিক ফেলোশিপ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ফেলোশিপ মিটিং এ সচিবালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পদস্থ কর্মকতাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সকল অঞ্চলের কর্মকর্তাদের সাথে চলতি বছরের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। পরিশেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলাধুলা শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

টাঙ্গাইল সদর উপজেলায় সৌর শক্তি কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঃ

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) টাঙ্গাইল সদর কার্যালয়ের উদ্যোগে ১৯ মে, ২০১৩ ইং তারিখে সৌর শক্তি কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

টাঙ্গাইল সদর কার্যালয়ে সোলার সিস্টেম হস্তান্তর করছেন জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব মোঃ আনিছুর রহমান মিঞা, জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল। বিশেষ অতিথি ছিলেন মল্লিকা খাতুন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সদর উপজেলা, টাঙ্গাইল। সভার সভাপতিত্ব করেন পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন টাঙ্গাইল অঞ্চলের উপ-পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম। এছাড়াও অনুষ্ঠানে পিডিবিএফ টাঙ্গাইল অঞ্চলের সকল উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা ও অন্যান্য কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর ৬২তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত ঃ

পিডিবিএফ এর নতুন চেয়ারপারসন জনাব এম এ কাদের সরকার কে বোর্ড সভার পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছেন জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, এমডি, পিডিবিএফ

গত ১০ই জুলাই, ২০১৩ তারিখ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর ৬২তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পিডিবিএফ এর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। বিগত বছরগুলোতে পিডিবিএফ ধারাবাহিক ভাবে সাফল্য অর্জন করায় পিডিবিএফ এর সংশ্লিষ্ট সকলকে বোর্ডের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

পিডিবিএফ-এর ৬২তম বোর্ড সভায় সভাপতিত্ব করছেন জনাব এম এ কাদের সরকার, সচিব

জনাব এম এ কাদের সরকারকে পিডিবিএফ এর বোর্ড সভার সভাপতি হিসেবে প্রথম যোগদান উপলক্ষে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তিনি পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর চেয়ারপারসন এর দায়িত্ব পালন করবেন।

সফলতার কাহিনী

দারিদ্র্যতা জয় করেছেন আনোয়ারা বেগম

গ্রামের নাম পানিয়াবান্দা। টাঙ্গাইল শহরের অদূরেই ছায়া সুনিবিড় সবুজে ঘেরা এ গ্রামটি। এ গাঁয়েরই বাসিন্দা আনোয়ারা বেগম, দারিদ্র্যতা আর অভাব-অনটন যার ছিল নিত্যসঙ্গী। বেকার স্বামীর সংসারে দুই ছেলে আর এক মেয়ে নিয়ে অতি কষ্টে দিনাতিপাত করছিলেন আনোয়ারা বেগম। আজ থেকে প্রায় আট বছর আগের কথা, জীবন সংগ্রামের সন্ধিক্ষণে দিশেহারা আনোয়ারা বেগম দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এক সময় আত্মহননের পথ বেছে নেওয়ার চিন্তা করছিলেন। এমনি এক সময় তার সাথে সাক্ষাৎ হয় পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন টাঙ্গাইল সদর উপজেলার এক মাঠ কর্মকর্তার সাথে। এই গ্রামেই পিডিবিএফ এর একটি সমিতি রয়েছে। মাঠ কর্মকর্তার পরামর্শে সমিতির সকল নিয়ম-কানুন জেনে বুঝে আনোয়ারা বেগম ভর্তি হলেন সমিতিতে। প্রথমে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। তারপর সমিতি থেকে প্রথমবার ঋণ নেন ৫,০০০/- টাকা। শুরু হলো আনোয়ারা বেগমের নতুন পথ চলা। তিনি পিডিবিএফ অফিস থেকে মোরগ-মুরগী পালন বিষয়ের উপর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ নিলেন। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তিনি একটি ছোট মোরগ-মুরগীর খামার করেন এবং একটি তাঁত কিনেন। তার স্বামী মহির উদ্দিন তাঁতের কাজে আনোয়ারা বেগমকে সহযোগিতা করেন। প্রথম বছরেই তাঁর খামার ও তাঁত হতে ১২,০০০/- টাকা লাভ হয়। অত:পর ছেলেমেয়েদেরকে আবারও স্কুলে ভর্তি করেন আনোয়ারা বেগম।

টাঙ্গাইল সদর কার্যালয়ের পানিয়াবান্দা মহিলা সমিতির সদস্য আনোয়ারা বেগম তাঁতের কাজে ব্যস্ত

দ্বিতীয় দফায় সমিতি থেকে ঋণ গ্রহণ করলেন ১০,০০০/- টাকা। এভাবে তিনি এ পর্যন্ত মোট ০৭ বার পিডিবিএফ থেকে ঋণ সহায়তা নিয়েছেন। প্রতিবারই ঋণ নিয়ে তিনি তাঁতের কাজের জন্য সুতা, রং ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ক্রয় করেন এবং উৎপাদিত কাপড় টাঙ্গাইলের স্থানীয় বাজারে বিক্রি করেন। তিনি সমিতি থেকে চলতি বছরও ঋণ নিয়েছেন ৩০,০০০/- টাকা। চার বছর আগে তাঁতের কাপড় বিক্রি ও অন্যান্য আয় থেকে তিনি ০৩ কক্ষ বিশিষ্ট একটি সেমিপাকা ঘর তৈরী করেন। বর্তমানে আনোয়ারা বেগমের তাঁত সংখ্যা ০৫টি। তিনি গ্রামের ০৬ জন দরিদ্র মহিলাকে তাঁতের কাজে নিয়োজিত করেছেন এবং তাঁদের কর্মসংস্থান করতে পেরে তিনি খুবই খুশি। বাড়ীর চারপাশে শোভা পাচ্ছে বনজ ও ফলজ গাছের চারা। বর্তমানে তার তাঁত থেকে মাসে আয় হয় প্রায় ১৬,০০০/- টাকা। আনোয়ারা বেগম তাঁর দুই মেয়েকে ম্যাধ্যমিক পর্যন্ত পড়িয়ে বিয়ে দিয়েছেন স্বচ্ছল পরিবারে। সমিতির দলনেত্রীর দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি সমিতির অন্য সদস্যদেরকেও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এভাবেই আনোয়ারা বেগম অতীতের গ্লানিময় দুঃসহ দারিদ্রতার সংগে যুদ্ধ করে পরিশ্রম আর সাধনার মাধ্যমে সাফল্য ছিনিয়ে এনেছেন। তাঁর জীবনের এই পরিবর্তনের জন্য তিনি পিডিবিএফ এর কাছে কৃতজ্ঞ।

□ মোঃ শফিকুল ইসলাম, উপ-পরিচালক, টাঙ্গাইল।

সন্ধারানী একজন আত্মপ্রত্যয়ী রমনী

বানরীপাড়া উপজেলায় অবস্থিত কুন্দিহার গ্রামে পুর্ব কুন্দিহার মহিলা সমিতি ১৯৮৬ সালের মে মাসে গঠন করা হয়। উক্ত সমিতির ০৬নং সদস্য সন্ধারানী। অভাব অনটন ও দুঃখ কষ্ট ছিল তাঁর নিত্য সঙ্গী। এক সময় গোলপাতার ছাউনি দেয়া ছোট্ট একটি ঘর ছাড়া আর কিছুই ছিলনা তাঁর। স্বামী ছিল বেকার, দুই ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে খুবই কষ্টে জীবন যাপন করতে হতো। তার বড় ভাই তখন শামুক দিয়ে চুন তৈরীর কাজ করত। পিডিবিএফ এর মাঠকর্মীর পরামর্শ অনুযায়ী সন্ধারানী প্রথমে ২ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে হাতের সাহায্যে চুন তৈরীর কাজ শুরু করেন।

বানরীপাড়া উপজেলার কুন্দিহার গ্রামের পূর্ব কুন্দিহার মহিলা সমিতির সদস্য সন্ধারাণী শামুক থেকে চুন তৈরীতে ব্যস্ত

সন্ধারানীর স্বামী বিভিন্ন জায়গা থেকে শামুক সংগ্রহ করে আনতেন আর সন্ধারানী ছেলেদের নিয়ে চুন তৈরী করতেন। এরপর কষ্টার্জিত টাকা থেকে তিনি অল্প অল্প সঞ্চয় জমা করা শুরু করেন। বছর ঘুরতে না ঘুরতে ঋণ পরিশোধ করে আবার ৫ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসার পরিধি বাড়াতে থাকেন। এভাবে ৫ বছরের মধ্যে গোলপাতার ঘরের জায়গায় টিন কাঠ দিয়ে ঘর তৈরী করেন। সন্ধারানী প্রতি বছরই ঋণ গ্রহণ করেন এবং নিয়মিত ঋণের কিস্তি পরিশোধ করেন। নৈতিক ও মানসিক শক্তি ও দক্ষতার সাথে অর্থনৈতিক পুঁজির মিলন ঘটিয়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন উন্নয়নের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ২০০২ সালে তিনি ২৫ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে তাঁর স্বামীকে বাড়ীর সামনে ছোট্ট মুদি দোকান করে দেন। ছেলেদের নিয়ে তিনি যে চুনের ব্যবসা শুরু করে ছিলেন তা এখন আরো বড় হয়েছে। বিগত তিন বছর যাবৎ ক্ষুদ্র ঋণের পাশাপাশি স্বামীর নামে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণ করে যন্ত্র চালিত মেশিনে চুন তৈরীর কাজ করছেন। বর্তমানে তার সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমা হয়েছে ২৭,৫৫০/- এবং ২০০/- টাকার একটি সোনালী সঞ্চয় মেয়াদ পূর্তি হয়েছে। সন্ধারানী এক ছেলে ও এক মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। তাঁর বাড়ীটিও এখন পাঁকা। তিনি নিজেকে পিডিবিএফ এর একজন সফল সদস্য মনে করেন। সন্ধারানীর মতে চুন তৈরীর এ কাজে সম্ভাবনা অনেক, তাই এ শিল্পে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পেলে আরো অনেকের কর্মসংস্থান হতো। পিডিবিএফ সন্ধারানীর উন্নয়ন সহযোগী হতে পেরে ধন্য।

□ অপূর্ব কুমার দত্ত, উর্ধ্বতন দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা, বানরীপাড়া, বরিশাল।

★ সে আমার অনুসারী নয় বরং অন্তরে বিরুদ্ধাচারী, যে কথা বলিতে মিথ্যা বলে, প্রতিজ্ঞা করিলে ভঙ্গ করে ও দায়িত্ব অর্পণ করিলে উহা পালন করে না।

- আল হাদিস

ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জনকারী ঃ ২০১১-২০১২

নাম ঃ শেখ কামরুল ইসলাম
পরিচিতি নং ঃ ০৪০১৩
পদবি ঃ মাঠ কর্মকর্তা
কর্মস্থলের নাম ঃ বাগেরহাট সদর, পিরোজপুর
বার্ষিক ঋণ বিতরণ ঃ ১ কোটি ৭২ লক্ষ
বার্ষিক ঋণ আদায়ের হার ঃ ১০০%

নাম ঃ পুলক চন্দ্র দাস
পরিচিতি নং ঃ ০২৬১৮
পদবি ঃ সহকারী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা
কর্মস্থলের নাম ঃ বাগেরহাট সদর, পিরোজপুর
বার্ষিক ঋণ বিতরণ ঃ ১ কোটি ৪৪ লক্ষ
বার্ষিক ঋণ আদায়ের হার ঃ ১০০%

নাম ঃ গোকুল চন্দ্র দাস
পরিচিতি নং ঃ ০৩০৭৮
পদবি ঃ মাঠ কর্মকর্তা
কর্মস্থলের নাম ঃ বাগ আঁচড়া, সাতক্ষীরা
বার্ষিক ঋণ বিতরণ ঃ ১ কোটি ১৫ লক্ষ
বার্ষিক ঋণ আদায়ের হার ঃ ১০০%

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রমে (SELP) বিশেষ কৃতিত্ব অর্জনকারী ঃ ২০১১-২০১২

নাম ঃ দিলিপ চন্দ্র সরকার
পরিচিতি নং ঃ ০১৬২৫
পদবি ঃ সহকারী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা, SELP
কর্মস্থলের নাম ঃ ভালুকা, ময়মনসিংহ
বার্ষিক ঋণ বিতরণ ঃ ২ কোটি ২৬ লক্ষ
বার্ষিক ঋণ আদায়ের হার ঃ ১০০%

নাম ঃ মোঃ শরিফ হোসেন
পরিচিতি নং ঃ ০০২১১
পদবি ঃ সহকারী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা, SELP
কর্মস্থলের নাম ঃ শেরপুর, বগুড়া
বার্ষিক ঋণ বিতরণ ঃ ২ কোটি ৫১ লক্ষ
বার্ষিক ঋণ আদায়ের হার ঃ ১০০%

নাম ঃ মোঃ দোলোয়ার হোসেন
পরিচিতি নং ঃ ০২০০৩
পদবি ঃ সহকারী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা, SELP
কর্মস্থলের নাম ঃ নান্দাইল কিশোরগঞ্জ
বার্ষিক ঋণ বিতরণ ঃ ১ কোটি ৪৩ লক্ষ
বার্ষিক ঋণ আদায়ের হার ঃ ১০০% (খেলাপীমুক্ত ব্রত)

মেধাবী মুখ

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা

নাম ঃ নাফিজা হক (প্রমি)
মাতার নাম ঃ আমেনা খাতুন
পিতার নাম ঃ মোঃ আবদুল হক
উর্ধ্বতন সহকারী পরিচালক, হিসাব, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
কৃতিত্ব ঃ GPA-5

নাম ঃ ফাহাদ হোসেন পায়েল
মাতার নাম ঃ রেবেকা পারভীন
পিতার নাম ঃ মোঃ আবুল হোসেন
উর্ধ্বতন মাঠ কর্মকর্তা, মুলাদি, বরিশাল
কৃতিত্ব ঃ GPA-5

নাম ঃ আফরা আনজুম (ঝিলিক)
মাতার নাম ঃ আফরোজা পারভীন
পিতার নাম ঃ কাজী আহছান উল্লাহ
সহকারী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা (SELP), অশনি, সাতক্ষীরা
কৃতিত্ব ঃ GPA-5

নাম ঃ রিমি মন্ডল
মাতার নাম ঃ উর্মিলা মন্ডল
পিতার নাম ঃ কিশোরী মোহন মন্ডল
সহকারী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা, ডুমুরিয়া, খুলনা
কৃতিত্ব ঃ GPA-5, সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি

নাম ঃ শ্রেয়সী দাস
মাতার নাম ঃ রমা দেবী
পিতার নাম ঃ শরৎ চন্দ্র দাস
উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা, শেখের হাট, বরিশাল
কৃতিত্ব ঃ GPA-5, ট্যালেন্ট পুলে বৃত্তি

নাম ঃ ঈষিকা ঘোষ (ঐশী)
মাতার নাম ঃ বিউটি ঘোষ
পিতার নাম ঃ নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ
হিসাব কর্মকর্তা, শার্শা ,সাতক্ষীরা
কৃতিত্ব ঃ GPA-5, ট্যালেন্ট পুলে বৃত্তি

নাম ঃ আফিয়া ইবনাত আবৃতাহী
মাতার নাম ঃ সাথী আকতার
পিতার নাম ঃ মোঃ আকতার হোসেন মিয়া
উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা, বাসাইল, টাঙ্গাইল
কৃতিত্ব ঃ GPA-5, ট্যালেন্ট পুলে বৃত্তি

নাম ঃ কানিজ ফাতেমা
মাতার নাম ঃ সাবেরা খাতুন
পিতার নাম ঃ মোঃ রেজাউল করিম
উদ্যোক্তা, SELP, বগুড়া
কৃতিত্ব ঃ GPA-5, ট্যালেন্ট পুলে বৃত্তি

নাম ঃ মারিয়া সুলতানা
মাতার নাম ঃ মনজুআরা বেগম
সদস্য, পঃ কাকশিয়ালী মহিলা সমিতি
কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা
পিতার নাম ঃ হাফিজুর রহমান
কৃতিত্ব ঃ GPA-5, ট্যালেন্ট পুলে বৃত্তি

নাম ঃ কে.এম.ইশতিয়াক
মাতার নাম ঃ খালেদা আকতার
পিতার নাম ঃ কে.এম ইসরাফিল
উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা, টঙ্গী, নরসিংদী
কৃতিত্ব ঃ GPA-5 ট্যালেন্ট পুলে বৃত্তি

নাম ঃ মোঃ জয় আলম রাকী
মাতার নাম ঃ জাকিয়া সুলতানা
পিতার নাম ঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
সহকারী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা, নন্দীগ্রাম, বগুড়া
কৃতিত্ব ঃ ট্যালেন্ট পুলে বৃত্তি

নাম ঃ দেবপ্রিয় বিশ্বাস
মাতার নাম ঃ মুক্তি বিশ্বাস
পিতার নাম ঃ বট কৃষ্ণ বিশ্বাস।
সহকারী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা (SELP), শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
কৃতিত্ব ঃ GPA-5, সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি

নাম ঃ মোঃ মঞ্জুর মোরশেদ (আরাফাত)
মাতার নাম ঃ রেবেকা খাতুন
পিতার নাম ঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সহকারী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা, ডুমুরিয়া, খুলনা
কৃতিত্ব ঃ GPA-5, ট্যালেন্ট পুলে বৃত্তি

নাম ঃ প্রণব কুমার দাস
মাতার নাম ঃ ইলা রানী দে, উর্ধ্বতন মাঠ কর্মকর্তা
পিতার নাম ঃ পরিমল কুমার দাস
উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা, মোল্লা হাট, খুলনা অঞ্চল
কৃতিত্ব ঃ GPA-5, ট্যালেন্ট পুলে বৃত্তি

নাম ঃ সঞ্চিতা এনায়েত প্রমা
মাতার নাম ঃ বেগম আমেনা সুলতানা
পিতার নাম ঃ এনায়েত উল্লা
সহকারী পরিচালক, অডিট, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
কৃতিত্ব ঃ GPA-5

নাম ঃ মোঃ আসিকুল ইসলাম নাইম
মাতার নাম ঃ নাজমা ইসলাম
পিতার নাম ঃ মোঃ আমিনুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক, এইচআরএম
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
কৃতিত্ব ঃ GPA-5

নাম ঃ তাসনীয়া তাহসিন নুজুম
মাতার নাম ঃ শাহানাজ ফাতেমা
পিতার নাম ঃ মোঃ নূরুল ইসলাম
উর্ধ্বতন সহকারী পরিচালক, হিসাব, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
কৃতিত্ব ঃ GPA-5

নাম ঃ তাসনিম জাহান রিশা
মাতার নাম ঃ মারজাহান আরা বেগম
পিতার নাম ঃ মোঃ নূরুল আফছার
সহকারী পরিচালক, ক্রয় ও সহায়ক সেবা
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
কৃতিত্ব ঃ GPA-5

জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা

নাম ঃ লাবিব তাজওয়ার রহমান
মাতার নাম ঃ রেহানা বেগম
পিতার নাম ঃ মোঃ মাহবুবুর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ
কৃতিত্ব ঃ GPA-5

নাম ঃ তাসমিয়া হোসেন চৈতি
মাতার নাম ঃ মোছাঃ লাকী
পিতার নাম ঃ মোঃ আলতাফ হোসেন
সহকারী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা, রাজপুর, ঝালকাঠি
কৃতিত্ব ঃ GPA-5 সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি

নাম ঃ নাজমুস সাকিব
মাতার নাম ঃ তানিয়া পারভীন
পিতার নাম ঃ মোঃ ইমদাদুল হক
সহকারী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা(SELP), দিঘলিয়া, খুলনা
কৃতিত্ব ঃ ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি

মেধাবী মুখ

জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা

নাম ঃ উদয় দাস হিমেল
মাতার নাম ঃ উত্তরা রাণী।
উর্ধ্বতন মাঠ কর্মকর্তা, মুলাদি, বরিশাল
পিতার নাম ঃ গোপাল চন্দ্র দাস।
সহকারী দরিদ্র্য বিমোচন কর্মকতা (সেলপ), মুলাদি, বরিশাল
কৃতিত্ব ঃ GPA-5, উপজেলায় প্রথম স্থান

নাম ঃ শিহাব শাহারিয়ার
মাতার নাম ঃ রেহানা নাসরিন
পিতার নাম ঃ একেএম শহীদুল্লাহ
উপজেলা দরিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা, বড়ুয়া, খুলনা
কৃতিত্ব ঃ GPA-5, ট্যালেন্ট পুলে বৃত্তি সহ উপজেলায় ১ম স্থান

নাম ঃ সাদেক রায়হান মাহী
মাতার নাম ঃ আফরোজা বেগম
পিতার নাম ঃ মোঃ আক্তার হোসেন
সহকারী পরিচালক, অর্থ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
কৃতিত্ব ঃ GPA-5, সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি

নাম ঃ শুভদেব বড়াল
মাতার নাম ঃ সুজলী মজুমদার
সহকারী দরিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা, বানরীপাড়া, বরিশাল
পিতার নাম ঃ রবীন্দ্রনাথ বড়াল
কৃতিত্ব ঃ GPA-5, ট্যালেন্ট পুলে বৃত্তি

নাম ঃ মালিহা মরিয়ম মৌটুষী
মাতার নাম ঃ মনিরা সুলতানা
পিতার নাম ঃ মোঃ শাহাদৎ হোসেন
উপ-সহকারী পরিচালক, উপ-পরিচালকের কার্যালয়, সাতক্ষীরা
কৃতিত্ব ঃ সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি

এস এস সি

নাম ঃ মোঃ জোবায়ের হোসেন (তাকি)
মাতার নাম ঃ নাসরিন আকতার চৌধুরী
পিতার নাম ঃ মোঃ সগির হোসেন
অতিরিক্ত পরিচালক, মাঠ পরিচালন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
কৃতিত্ব ঃ GPA-5

নাম ঃ আশিকুজ্জামান (মুন)
মাতার নাম ঃ আনজুয়ারা বেগম
পিতার নাম ঃ মোঃ ফরমান আলী
উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা, বগুড়া সদর, বগুড়া অঞ্চল
কৃতিত্ব ঃ GPA-5

নাম ঃ রেহনুমা করিম
মাতার নাম ঃ ফাতেমা আহমেদ
উপ-সহকারী পরিচালক, হিসাব, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
পিতার নাম ঃ রেজাউল করিম
কৃতিত্ব ঃ GPA-5

নাম ঃ আদিবা খান অহনা
মাতার নাম ঃ আমেনা বেগম
পিতার নাম ঃ শহীদুল হক খান
যুগ্ম পরিচালক, অর্থ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
কৃতিত্ব ঃ GPA- 5

নাম ঃ মোঃ ইয়াসিন আল রাফাত
মাতার নাম ঃ মোছাঃ গোলেনুর বেগম
পিতার নাম ঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম।
সহকারী পরিচালক, হিসাব, উপ-পরিচালকের কার্যালয়, বরিশাল।
কৃতিত্ব ঃ GPA- 5

নাম ঃ তানভীর আহমেদ (রিফাত)
মাতার নাম ঃ মনিরা পারভীন
পিতার নাম ঃ শেখ গাউস আলী।
সহকারী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা (SELP) রামপাল,খুলনা।
কৃতিত্ব ঃ GPA- 5

নাম ঃ ফারিহা তাসনিম
মাতার নাম ঃ শাহানাজ ফাতেমা
পিতার নাম ঃ মোঃ নুরুল ইসলাম
উর্ধ্বতন সহকারী পরিচালক, হিসাব, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
কৃতিত্ব ঃ GPA- 5

নাম ঃ নুজহাত সুলতানা
মাতার নাম ঃ রওশন আরা বেগম।
পিতার নাম ঃ মোঃ আক্তার হোসেন।
সহকারী দারিদ্র বিমোচন কর্মকর্তা, কাশিয়ানী, ফরিদপুর
কৃতিত্ব ঃ GPA- 5

নাম ঃ নাসরিন জাহান (রুমি)
মাতার নাম ঃ পাপিয়া আকতার
পিতার নাম ঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপজেলা দরিদ্র বিমোচন কর্মকর্তা, মির্জাপুর, টাংগাইল
কৃতিত্ব ঃ GPA- 5

নাম ঃ মৌমিতা শারমিন মিরা
মাতার নাম ঃ সালমা বেগম
পিতার নাম ঃ মোঃ হাফিজুর রহমান
সহকারী পরিচালক, অডিট, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
কৃতিত্ব ঃ GPA-5

নাম ঃ শুভাশীষ দাস জয়
মাতার নাম ঃ কল্পনা দাস
সদস্য, কচুয়া মহিলা সমিতি, মোল্লা হাট, খুলনা
পিতার নাম ঃ জ্যোতির্ময় দাস
কৃতিত্ব ঃ GPA- 5

এইচ এস সি

নাম ঃ শাহিনা আকতার
মাতার নাম ঃ মিসেস শাহানাজ পারভীন
পিতার নাম ঃ মোঃ হান্নান হাওলাদার
উপ-সহকারী পরিচালক, উপ-পরিচালকের কার্যালয়, বরিশাল
কৃতিত্ব ঃ GPA- 5

নাম ঃ অনিন্দ্য সুন্দর মৃধা
মাতার নাম ঃ পূরবী সরকার
পিতার নাম ঃ অজামিল মৃধা
সহকারী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা, মোল্লা হাট, খুলনা
কৃতিত্ব ঃ GPA- 5

নাম ঃ পিন্টু বিশ্বাস
মাতার নাম ঃ দেবী রানী বিশ্বাস
সদস্য, বিবি আজলরা মহিলা সমিতি, তেরখাদা, খুলনা
পিতার নাম ঃ পরমানন্দ বিশ্বাস।
কৃতিত্ব ঃ GPA- 5

বিশেষ কৃতিত্ব

নাম ঃ সাবিহা ফেরদৌসি ইয়েন
মাতার নাম ঃ শাবিহা পারভীন, স্কুল শিক্ষিকা
পিতার নাম ঃ মোঃ শাহাদত হোসেন
উপ-পরিচালক, পিডিবিএফ, বগুড়া অঞ্চল
কৃতিত্ব ঃ জাতীয় শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা-২০১০ এ জাতীয় পর্যায়ে ৩য় স্থান। মাটির ভাস্কর্য তৈরীতে জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা- ২০১৩ তে ১ম স্থান (চ্যাম্পিয়ান) হয়ে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত।

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বর্তমানে মাননীয় স্পীকার, দেবাশীষ রায়কে মেডেল পরিয়ে দিচ্ছেন।

নাম ঃ দেবাশীষ রায়
মাতার নাম ঃ অঞ্জলী রায়
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, উপ-পরিচালকের কার্যালয়, ভোলা
পিতার নাম ঃ স্বর্গীয় গান্ধী চন্দ্র শীল
প্রাক্তন উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা
কৃতিত্ব ঃ মাটির ভাস্কর্য তৈরীতে জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা- ২০১০ এ ৩য় স্থান। ২০১১ সালের SSC পরীক্ষায় GPA- 5 প্রাপ্ত

বিশেষ কৃতিত্ব

নাম ঃ মোঃ জাহিন হোসেন জর্জ
মাতার নাম ঃ দিলরুবা ফাতেমা হোসেন
পিতার নাম ঃ মোঃ জাকির হোসেন
সহকারী পরিচালক, হিসাব, উপ-পরিচালকের কার্যালয়, ঠাকুরগাঁও
কৃতিত্ব ঃ শিশু দিবস- ২০১৩ তে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় ২য় স্থান, আন্তঃস্কুল রচনা প্রতিযোগিতায় ২য় স্থান
JSC পরীক্ষায় GPA-5

নাম ঃ পিয়াস দাস
মাতার নাম ঃ লক্ষী দাস
পিতার নাম ঃ প্রতাপ চন্দ্র দাস
উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা, দিঘলিয়া, খুলনা
কৃতিত্ব ঃ জাতীয় শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা (আন্তঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়) - ২০১২ তে জাতীয় পর্যায়ে ১ম স্থান

নাম ঃ রাজিব পাল
মাতার নাম ঃ রূপশ্রী পাল
উর্ধ্বতন মাঠ কর্মকর্তা, রাজাপুর, ঝালকাঠি
পিতার নাম ঃ বাসুদেব পাল
কৃতিত্ব ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ থেকে বিএফএ সম্মান কোর্সে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্তিতে ডীনস এওয়ার্ড প্রাপ্ত

নাম ঃ সঞ্জীব কুমার পাল
মাতার নাম ঃ রূপশ্রী পাল
উর্ধ্বতন মাঠ কর্মকর্তা, রাজাপুর, ঝালকাঠি
পিতার নাম ঃ বাসুদেব পাল
কৃতিত্ব ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ থেকে বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর 'নিরীক্ষামূলক শ্রেষ্ঠ পুরস্কার' প্রাপ্ত।

নাম ঃ মিতু গোলদার
মাতার নাম ঃ প্রভাতী গোলদার
সদস্য, কড়-ভাঙ্গা মহিলা সমিতি, বটিয়াঘাটা, খুলনা
পিতার নাম ঃ জগদীশ চন্দ্র গোলদার
কৃতিত্ব ঃ বিটিভি'র নৃত্য শিল্পী

অবসরে গেলেন যাঁরা

(জানুয়ারী, ২০১২ থেকে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত)

নাম ঃ মোঃ কামাল উদ্দিন সরদার
পরিচিতি নং ঃ ০১৮৩৩
পদবী ঃ উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা
শেষ কর্মস্থলের নাম ঃ বরিশাল সদর, বরিশাল
অবসরের তারিখ ঃ ৩১/০৩/২০১২ ইং

নাম ঃ মোঃ সেলোয়ার হোসেন সিকদার
পরিচিতি নং ঃ ০০৮৩৬
পদবী ঃ উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা
শেষ কর্মস্থলের নাম ঃ গৌরনদী, বরিশাল
অবসরের তারিখ ঃ ২২/০৭/২০১২ ইং

নাম ঃ শংকর চন্দ্র দাস
পরিচিতি নং ঃ ০০৭৩১
পদবী ঃ উর্ধ্বতন সহকারী পরিচালক
শেষ কর্মস্থলের নাম ঃ উপ-পরিচালকের কার্যালয়, পিরোজপুর
অবসরের তারিখ ঃ ০৬/০৫/২০১২ ইং

নাম ঃ জাহানারা বেগম
পরিচিতি নং ঃ ০০৬৮২
পদবী ঃ বার্তাবাহক
শেষ কর্মস্থলের নাম ঃ উপ-পরিচালকের কার্যালয়, বরিশাল
অবসরের তারিখ ঃ ২১/০১/২০১৩ ইং

নাম ঃ মোঃ ওলিউল ইসলাম
পরিচিতি নং ঃ ০০৭৬৫
পদবী ঃ অফিস সহকারী, আই.টি
শেষ কর্মস্থলের নাম ঃ উপ-পরিচালকের কার্যালয়, বরিশাল
অবসরের তারিখ ঃ ৩০/০৬/২০১২ ইং

নাম ঃ প্রভাস চন্দ্র সাহা
পরিচিতি নং ঃ ০১১৫০
পদবী ঃ উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা
শেষ কর্মস্থলের নাম ঃ আগৈলঝাড়া, বরিশাল
অবসরের তারিখ ঃ ০১/০৬/২০১৩ ইং

যাঁদেরকে আমরা হারালাম

(জানুয়ারী, ২০১১ থেকে সেপ্টেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত)

নাম ঃ শেখ এবারত হোসেন
পরিচিতি নং ঃ ০১১৯৪
পদবীঃ সহকারী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা, সেলপ
শেষ কর্মস্থলের নাম ঃ চিতলমারী, পিরোজপুর
মৃত্যুর তারিখ ঃ ০৭/১০/২০১১ ইং
মৃত্যুর কারণ ঃ ক্যান্সারে আক্রান্ত

নাম ঃ মেসবাহুল হক
পরিচিতি নং ঃ ০২০২১
পদবী ঃ মাঠ কর্মকর্তা
শেষ কর্মস্থলের নাম ঃ নন্দীগ্রাম, বগুড়া
মৃত্যুর তারিখ ঃ ১৩/১২/২০১১ ইং
মৃত্যুর কারণ ঃ ডায়াবেটিক ও রক্তচাপে

নাম ঃ মোঃ আব্দুস সালাম
পরিচিতি নং ঃ ০২০১৪
পদবী ঃ উর্ধ্বতন মাঠ কর্মকর্তা
শেষ কর্মস্থলের নাম ঃ বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও
মৃত্যুর তারিখ ঃ ১১/১১/২০১২ ইং
মৃত্যুর কারণ ঃ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে

নাম ঃ গোলাম মোস্তফা চৌধুরী
পরিচিতি নং ঃ ০১০৭৯
পদবী ঃ সহকারী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা
শেষ কর্মস্থলের নাম ঃ দেবীগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও
মৃত্যুর তারিখ ঃ ১১/১০/২০১১ ইং
মৃত্যুর কারণ ঃ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে

নাম ঃ আফতাব উদ্দিন
পরিচিতি নং ঃ ০১১৮০
পদবী ঃ সহকারী উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা
শেষ কর্মস্থলের নাম ঃ শালিখা, মাগুরা
মৃত্যুর তারিখ ঃ ১০/০৩/২০১২ ইং
মৃত্যুর কারণ ঃ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে

নাম ঃ মোঃ মেহেদী খান
পরিচিতি নং ঃ ০০৬৩৪
পদবীঃ উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা
শেষ কর্মস্থলের নাম ঃ বাবুগঞ্জ, বরিশাল
মৃত্যুর তারিখ ঃ ১৭/০৪/২০১৩ ইং
মৃত্যুর কারণ ঃ লিভার সিরোসিস

নাম ঃ স্বপন কুমার চৌধুরী
পরিচিতি নং ঃ ০০১৭৭
পদবী ঃ উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা
শেষ কর্মস্থলের নাম ঃ কাপাসিয়া, নরসিংদী
মৃত্যুর তারিখ ঃ ১৮/১১/২০১১ ইং
মৃত্যুর কারণ ঃ লিভার ও কিডনী বিকল

নাম ঃ জবাইদুর রহমান
পরিচিতি নং ঃ ২১২৮
পদবী ঃ সহকারী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা, সেলপ
শেষ কর্মস্থলের নাম ঃ শিবগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও অঞ্চল
মৃত্যুর তারিখ ঃ ৩০/০৩/২০১২ ইং
মৃত্যুর কারণ ঃ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে

নাম ঃ মোঃ কামাল উদ্দিন আহম্মদ
পরিচিতি নং ঃ ০১৯৮৯
পদবীঃ সহকারী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা
শেষ কর্মস্থলের নাম ঃ ভাদুকা, ময়মনসিংহ
মৃত্যুর তারিখ ঃ ০২/০৭/২০১৩ ইং
মৃত্যুর কারণ ঃ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে

নাম ঃ মোহাম্মদ আলী চৌধুরী
পরিচিতি নং ঃ ০২৭৩৯
পদবী ঃ উর্ধ্বতন মাঠ কর্মকর্তা
শেষ কর্মস্থলের নাম ঃ উপ-পরিচালকের কার্যালয়, ঠাকুরগাঁও
মৃত্যুর তারিখ ঃ ২৩/১১/২০১১ ইং
মৃত্যুর কারণ ঃ সড়ক দুর্ঘটনায়

নাম ঃ গান্ধী চন্দ্র শীল
পরিচিতি নং ঃ ০০৯৯৩
পদবী ঃ উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা
শেষ কর্মস্থলের নাম ঃ কুষ্টেরহাট, ভোলা
মৃত্যুর তারিখ ঃ ১১/০৭/২০১২ ইং
মৃত্যুর কারণ ঃ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে

নাম ঃ মোঃ একরামুল হক চৌধুরী
পরিচিতি নং ঃ ০২০৭০
পদবী ঃ সহকারী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা
শেষ কর্মস্থলের নাম ঃ জহুরপুরহাট সদর, বগুড়া
মৃত্যুর তারিখ ঃ ১৪/০৭/২০১৩ ইং
মৃত্যুর কারণ ঃ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে

সেপ্টেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত পিডিবিএফ-এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির বিবরণ ঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ (ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও সম্প্রসারণ প্রকল্প)	ফাউন্ডেশন শুরুর সময়	সেপ্টেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি
১	প্রশাসনিক বিভাগের সংখ্যা	০৪টি	০৮টি
২	প্রশাসনিক জেলার সংখ্যা	১৭টি	৫০টি
৩	উপজেলার সংখ্যা	১৩৯টি	৩৪৯টি
৪	উপ-পরিচালকের কার্যালয়ের সংখ্যা	১০টি	২৩টি
৫	উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তার কার্যালয়ের সংখ্যা	১৩৯টি	৩৯০টি
৬	কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	২৬০০ জন	৩,৪৮২ জন
৭	সমিতির সংখ্যা	১২,১০৯ টি	২০,২৬৯ টি
৮	সদস্য সংখ্যা	২,৯৩,০০০	৮ লক্ষ ৭৯ হাজার
৯	ঋণী সদস্য সংখ্যা	১,৯৩,০০০	৫.১০ লক্ষ
১০	সঞ্চয় স্থিতি ঃ সাধারণ, সোনালী ও মেয়াদী (কোটি টাকায়)	৩৭ কোটি	২৮০ কোটি
১১	মাঠ কর্মী প্রতি গড় সদস্য সংখ্যা	২০৫ জন	৫৫৮ জন
১২	মাঠ কর্মী প্রতি গড় বিতরণ		৪১.৭১লক্ষ
১৩	ক্রমপুঞ্জিত ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ	৬৬০.৭৪	৫,০৩১ কোটি
১৪	ক্ষুদ্র ঋণ আদায় হার	৯০%	৯৯%
১৫	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার সংখ্যা	-	১৭,৫০০ জন
১৬	ক্রমপুঞ্জিত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ	-	৯৬৯ কোটি
১৭	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ আদায় হার	-	৯৯%
১৮	মোট ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ (ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও সম্প্রসারণ প্রকল্প)	-	৬,০৩৬ কোটি
১৯	স্বয়ম্ভরতার হার	৬২.৫%	১১১%
২০	বর্তমান অর্থ বছরে ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও সম্প্রসারণ প্রকল্পে ঋণ বিতরণ পরিকল্পনা	-	৯৩৬ কোটি
২১	সোলারভূক্ত জেলার সংখ্যা	-	১৯ টি
২২	সৌর শক্তি প্রকল্পভূক্ত কার্যালয়ের সংখ্যা	-	১২৫টি
২৩	সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন সংখ্যা	-	২৬,০০০ টি
২৪	দৈনিক মোট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন	-	৬,২০০ kw
২৫	বর্তমান অর্থ বছরে সৌর শক্তি প্রকল্পভূক্ত কার্যালয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনা	-	৫০ টি
২৬	সদস্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন, দক্ষতা উন্নয়ন, প্যারাটেক, জেন্ডার ও ইউপি মেম্বার ইত্যাদি)	২১,৬৬২ জন	২,৪৭,০৫৮ জন
২৭	কর্মী প্রশিক্ষণ (ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা, টিওটি, ওরিয়েন্টেশন, রিফ্রেশার্স , শিক্ষানবিস প্রশিক্ষণ, যোগাযোগ কর্মশালা ও অন্যান্য)	২,৬০০ জন	২৮,১০৩ জন (একই সহকর্মী একাধিকবার প্রশিক্ষণ পেয়েছেন)
২৮	ইউপি নির্বাচনে নির্বাচিত সুফলভোগীর সংখ্যা	-	৮৪৫ জন
২৯	সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণ ফোরাম ঃ সদস্যদেরকে বছরের ৫২ সপ্তাহে ৫২টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।		

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন সম্প্রীতির সূতিকাগার

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনে ন্যায় নীতি, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত। এ প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেকের চিন্তা চেতনা, অনুভব, কাজ, বিশ্বাস, পরিকল্পনা একটি মানবিক ও গণতান্ত্রিক আবহে বা সাংস্কৃতিতে বিকশিত। শিষ্টাচারে কর্মীগণ পরিশীলিত এবং মানবিকবোধ সম্পন্ন ও ধর্মীয় সম্প্রীতিতে সৌহার্দ্যপূর্ণ, উচ্চ শিক্ষিত, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও দক্ষ। কর্মীদের চেতনায় বিধৃত আত্মনিবেদন; তাদের চেতনা অসুবিধাগ্রস্থ- মানুষের জন্যে নিবেদিত। সমিতির সাপ্তাহিক সভায় এসে এবং প্রশিক্ষণ ফোরামে প্রশিক্ষণ পেয়ে সদস্যগণ সমিতির কার্যক্রমের পাশাপাশি ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক বা অন্য যে কোনো বৈষয়িক সমস্যার সমাধান খোঁজেন এবং অনেকেই সে সমস্যার সমাধানও পেয়ে থাকেন। সমিতির সাপ্তাহিক সভা সদস্যদের জন্যে একটি মিলনক্ষেত্র।

দেশপ্রেমে কর্মীদের হৃদয় পরিপূর্ণ এবং প্রতিষ্ঠানের ম্যান্ডেটের প্রতি তাঁরা দায়বদ্ধ। পিডিবিএফ কর্মীগণ সদস্যদের নিকট অত্যন্ত গ্রহণীয় ও বিশ্বাসী। এ প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতার সঙ্গে সকল সদস্যকে সেবা দেওয়া হয়। এখানে লাল ফিতার দৌরাত্ব নেই। কোনো অবস্থাতেই যেন কোনো সদস্যে হয়রানি না হয় সেদিকে সকল কার্যালয়সমূহ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বিশেষ করে সদস্যের ঋণ গ্রহণ বা সঞ্চয় ফেরত দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেই তাঁদেরকে কার্যালয়ে আসতে বলা হয় যাতে করে কাউকে ফিরে যেতে না হয়। সকলকে সম্মান দেখানোর জন্যে মানব মর্যাদায় পরিপূর্ণ এ প্রতিষ্ঠান। সুফলভোগী সদস্যগণ ঋণ গ্রহণ করতে এসে, সঞ্চয় ফেরত নিতে এসে বা প্রশিক্ষণে এসে সাবলীল আনন্দে হাস্যময় পরিবেশে চমৎকৃত হন। তারা সম্মানিত হয়ে পিডিবিএফ কর্মীদের প্রতি সপ্রশংস দৃষ্টি ফেলে বলে ওঠেন, পিডিবিএফ সত্যিকারেই গরিবের জন্যে একটি মহৎ অফিস। পিডিবিএফ-এর নিকট সদস্য/গ্রাহক যেন একেকটি গোলাপের চারা; সেই চারার যত্নে পিডিবিএফ আন্তরিক।

প্রকৃত অর্থেই পিডিবিএফ একটি মহৎ প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের ভেতরে এসে এর স্পন্দন উপলব্ধি না করলে কেউ সাধারণত বুঝতে পারবেন না যে, এ প্রতিষ্ঠান প্রকৃত অর্থে কতো ভালো।

দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ মানুষের সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধকে সম্মুন্নত রেখে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে গতিশীল করে, লক্ষ্যজনগোষ্ঠী ও পিডিবিএফ পরস্পর নির্ভরশীল। পিডিবিএফ টেকসই, সুসংহত ও শান্তিময় সমাজ রূপায়নে দেশের জন্যে এক আলোকবর্তিকা। পিডিবিএফ কর্মীগণের এবং সদস্যগণের স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান। [সংক্ষেপিত]।

মো: ইরফান আলী চৌধুরী
উপ-পরিচালক, পিডিবিএফ, দিনাজপুর।

সম্পাদনা বোর্ড

উপদেষ্টা ঃ জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান
সম্পাদনা ঃ নূরজাহান বেগম
সম্পাদনা সহযোগী প্যানেল ঃ
- সৈয়দা লতিফা বানু
- জনাব সোহরাফ হোসেন
- জনাব মিহির কুমার মালাকার
- জনাব মোঃ আব্দুল হাই

প্রকাশক ঃ যোগাযোগ শাখা

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)
প্রধান কার্যালয়
বাড়ি নং-৫, এভিনিউ-৩, হাজী রোড, রূপনগর বা/এ
মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।
ফোন: ০২-৮০৩২৯৩৬, ফ্যাক্স : ৮০৩১৫৯৭
E-mail : info@pdbf-bd.org
Website : www.pdbf.gov.bd